দৈনিক বাংলা 11(তারিখ ... ২৪/৬/৭৯ ... পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

৪ বছর যাবৎ দু'শ পদশূন্য রয়েছে

পটুয়াখালীতে প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

পটুয়াখালী, ২৬শে জুন।—গত ৪ বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে চলছে টানা-হ্যাঁচড়া। যদিও জেলার ৯৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২শ শিক্ষকের পদ শূন্য পড়ে রয়েছে।

জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। প্রয়োজন ৫ হাজার শিক্ষক। সেক্ষেত্রে রয়েছে মাত্র ৪ হাজার ১শ শিক্ষক তার উপরেও প্রায় ২শ শিক্ষকের পদ শূন্য। এমন বিদ্যালয়ও রয়েছে যেখানে শিক্ষক মাত্র একজন।

এ [illegible]কল শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য গত ৪ বছর আগেই প্যানেল তৈরী করা হয়েছিল। নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা নিয়েই উক্ত প্যানেল তৈরী করা হয়। প্যানেলের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী নিয়োগপত্র না দিয়ে কর্তৃপক্ষ চালাতে থাকেন ঘাপলাবাজী। এদিকে প্যানেলের সকলের চাকরি না হতেই জনশিক্ষা পরিচালক উক্ত প্যানেল বাতিল এবং নতুন প্যানেল না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক উক্ত নির্দেশ উপেক্ষা করে মোঃ সেকান্দার আলী ও সৈয়দ হাবিবুর রহমানকে বে-আইনীভাবে নিয়োগ করেন। এছাড়াও প্যানেল বহির্ভূত বহু লোককে অবৈধভাবে নিয়োগপত্র দেন।

এ সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক সেকান্দার আলীসহ কয়েকজন জনশিক্ষা পরিচালক সমীপে অভিযোগ করে কোন ফল না পেয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন হন। আদালতে মামলা চলাকালীন সময়ে প্রথম বাদী সেকান্দার আলীকে নিয়োগপত্র দেয়া হয়। গত ২৭-৪-৭৯ ইং তারিখে প্রথম মুন্সেফী আদালত এমএলআর-এর ৩৪ ধারাবলে মামলা খারিজ করেন।

এদিকে, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পুনরায় শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের দরখাস্ত আহ্বান করেন। অভিযোগকারীরা পুনরায় জেলা জজের সমীপে আপীল করেন। গত ২৩-৫-৭৯ ইং তারিখে কেন আবেদন গ্রাহ্য হবে না জেলা জজ বিদ্যালয় পরিদর্শককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন। এ নোটিশ ২৪-৫-৭৯ ইং তারিখে লিখিত পরীক্ষা শেষে গ্রহণ করা হয়। উক্ত নোটিশের প্রতি অবজ্ঞা

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

টানা হ্যাঁচড়া

(৪-এর পৃঃ পর)

প্রদর্শন পূর্বক পরদিন মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়।

এ সবের পর বর্তমানে প্যানেল তৈরী এবং শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এদিকে গত ১৯৭৫ সালে প্যানেলভুক্ত কয়েকজনের চাকরির বয়সসীমা গত ৪ বছরে পার হয়ে যাওয়ায় বর্তমান প্যানেল তৈরীতে এদের পরীক্ষা নেয়া হয়নি। ফলে, এদেরকে বিচারের অপেক্ষায়ই দিন গুনতে হচ্ছে।